ছাত্রদলের কমিটি গঠন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বলছেন, ৩৫ বছর। কেউ কেউ আবার বয়সের কোনো সীমাই রাখতে চান না। তারা কথিত 'আদু ভাইদের' দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠনের পক্ষে বলছেন। প্রসঙ্গত, তিন বছর আগে ছাত্রদলের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

সংগঠনটির নেতারা জানান, ছাত্রদলকে সংগঠিত করতে যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন- ছাত্রদলের সাবেক নেতা ও বর্তমানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামসুজ্জামান দুদু, আসাদুজ্জামান রিপন, আমান উল্লাহ আমান, রুহুল কবির রিজভী, খায়রুল কবির খোকন, শহিদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, এবিএম মোশররফ হোসেন, আজিজুল বারী হেলাল, শফিউল বারী বাবু, আমিরুল ইসলাম খান আলিম, আবদুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল, হাবিবুর রশিদ হাবিব। এসব নেতার প্রায় সবারই রয়েছে নিজস্ব অনুসারী। ফলে গত দুমাসে বেশ কয়েকবার অভ্যন্তরীণভাবে আলোচনা হলেও ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি।

এসব নেতার বাইরেও কমিটি গঠনে কলকাঠি নাড়ছেন দীর্ঘদিন থেকে কারান্তরীণ সাবেক ছাত্রদল নেতা হাবিব উন নবী খান সোহেল ও সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু। হাওয়া ভবনের কর্মকর্তা সাবেক ছাত্রনেতা ও তারেক রহমানের আস্থাভাজন রকিবুল ইসলাম বকুলও কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার সার্বিক বিষয়াদির দেখভাল করছেন। মালেশিয়ায় 'পলাতক' তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করা বেলায়েত হোসেনও নিজ পছন্দের লোককে নেতৃত্বে আনার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ছাত্রদল নেতারা জানান, এখন তাদের সময় কাটছে বিএনপির বড় বড় নেতাদের পেছনে। বয়স বাড়ছে, ছাত্রত্ব নেই; কমিটিও হচ্ছে না। এ অবস্থায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, আমরা প্রথমে আশা করেছিলাম, সাবেক ছাত্রনেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা ভালো কমিটি পাব। কিন্তু এখন সংগঠনের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কেউ এখন ছাত্রদলের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের কথা শুনতে চান না।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান মিন্টু আমাদের সময়কে বলেন, কমিটি নিয়ে আলোচনা চলছে। ত্যাগী, যোগ্য নেতাদের নেতৃত্বে আনা হবে। দলের হাইকমান্ডের চিন্তার সঙ্গে মিল রেখে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমও চলছে।

ক্ষেত্রে এ দুই নেতা বড় বাধা বলে অভিযোগ করছেন তারা। এ ক্ষেত্রে বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের কথাও বলছেন কেউ কেউ।

ছাত্রদলের সাবেক নেতা, যারা বর্তমানে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, ছাত্রদলের কমিটি গঠনে তাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন তারেক রহমান। ছাত্রদলের নেতারা মনে করেন, যাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা কেউ নিরপেক্ষ নন, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গ্রুপ রয়েছে। তারা সবাই চান, নিজ নিজ গ্রুপ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করতে। তাদের মতামতেও এ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটছে।

ছাত্রদলের একাধিক নেতা জানান, এ অবস্থায় ছাত্রদলের বিভাজন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মনে হচ্ছে খোদ বিএনপি নেতারাই ছাত্রদলের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এখন ছাত্রদলে চেইন অব কমান্ড বলতে কিছুই নেই।

ছাত্রদল সূত্র জানায়, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর টনক নড়ে হাইকমান্ডের। ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর গুরুত্ব অনুধাবন করেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ লক্ষ্যে ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন তিনি। ছাত্রদল নেতারাও তারেক রহমানের কাছে বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ও কমিটি গঠনের দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টি তুলে ধরেন। তারা বলছেন, হঠাৎ করে বয়স কমিয়ে কমিটি গঠন করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিটগুলোয় নেতাকর্মীর সংকটে পড়বে ছাত্রদল। আবার বর্তমানে যারা আছেন, তাদের মতো বয়স্কদের নেতৃত্বে নিয়ে এলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সঙ্গে কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু ছাত্রদলে বিরাজমান সিন্ডিকেট ও 'ভাইয়া গ্রুপ' এর আধিপত্যে তা কতটুকু সম্ভব- সময়ই বলে দেবে।

জানা যায়, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ছাত্রদলের যতগুলো কমিটি হয়েছে, এগুলোর নেপথ্যে শক্তিশালী ভূমিকা ছিল ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি রকিবুল ইসলাম বকুল ও হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ঠ বেলায়েত হোসেনের। তারা দুজনই তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগরের চারটি ইউনিটসহ